মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

আলমপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
www.sylhetboard.gov.bd

স্মারক নং ঃ ৩৭.১৪.৯১০০.৩০০.৫১.০০২.২০- ১৩২০

তারিখ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ / ২৮ জুলাই ২০২৫

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-এর স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৭.১৪.০০১.২০১৬-১৪৬, তারিখ: ২৪ জুলাই ২০২৫ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর আওতাভূক্ত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১.০ সংজ্ঞা : **এই নীতিমালায়**

ক) বোর্ড: সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

খ) কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

গ) বিভাগ: সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং সংগীত বিভাগকে বুঝাবে;

ঘ) নির্ধারিত ফরম: ভর্তির জন্য অনলাইন প্লাটফর্মে নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;

ঙ) শিক্ষার্থী/প্রার্থী: উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে;

চ) দপ্তর সংস্থা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৮ (আঠাশ) দপ্তর/সংস্থাকে বুঝাবে;

ছ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন: সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী কার্ডধারী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বুঝাবে;

জ) বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

২.০ ভর্তির যোগ্যতা ও বিভাগ নির্বাচন:

২.১ যে কোন শিক্ষাবর্ষে এস.এস.সি./সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাল এবং ধারাবাহিকভাবে পূর্ববর্তী দুই সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর উপনীতি-২.১ এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ ভর্তির আবেদনে একজন প্রার্থী নিম্নরূপ বিভাগ নির্বাচন করতে পারবে:

২.৩.১ বিজ্ঞান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ এর যে কোনটি;

২.৩.২ মানবিক বিভাগ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ এর যে কোনটি এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগ এর যে কোনটি;

২.৩.৩ যে কোন বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত বিভাগ এর যে কোনটি;

২.৩.৪ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ এর যে কোনটি এবং সাধারণ ও মুজাব্বিদ মাহির বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত যে কোনটি।

২.৩.৫ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের যে কোন বিভাগে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

২৮/৭/২৫

৩.০ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি :

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯৩% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যা মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১% এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে ১% সহ মোট ২% আসন মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নূন্যতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যার ভর্তির জন্য ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের আসন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র/গেজেটের সত্যায়িত কপি আবেদপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে মেধা তালিকা থেকে উক্ত আসনে ভর্তি করতে হবে। কোন অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না।

৩.৩ উপনীতি-৩.২ এ বর্ণিত কোটা পদ্ধতি শুধু ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.৪ ৩.৪.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতূল্য করে হিসাব করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সালের গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতূল্য করে হিসাব করতে হবে।

৩.৪.২ বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বরপ্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীব বিজ্ঞানে প্রাপ্তনম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪.৩ উপনীতি ৩.৪.২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসণ না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪.৪ মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৪.৫ এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে জি.পি.এ একই হলে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনতে হবে।

৩.৫ এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩.০ এর উপ নীতি ৩.২, ৩.৩ ও ৩.৪ অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে।

৩.৬ কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৭ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

৩.৮ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন মোতাবেক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত তালিকা ও সময় অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কোন প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ও বোর্ড নির্ধারিত আসন, তালিকা ও সময়ের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৩.৯ এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরবর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক বোর্ড প্রজ্ঞাপন জারি করে ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাশ শুরু সংক্রান্ত সিডিউল ঘোষণা করবে।

৪.০ অনলাইনে ভর্তি:

৪.১ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৪.২ ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইন প্লাটফর্মে সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির ফি বাংলাদেশ আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্ধারণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করবে।

৫.০ বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি :

৫.১ উপনীতি ৪.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ, শিফ্ট, পুরুষ/মহিলা/সহশিক্ষা,ভার্সন) এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ইত্যাদি তথ্য ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ড এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৫.২ বোর্ডে নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত কিংবা পাঠদানের অনুমতি নেই এমন কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিধান বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.৩ অনলাইনে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা সংশ্লিষ্ট কলেজ নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে;

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র দাখিল করতে হবে;

৫.৫ ৫.৫.১ সরকারি কলেজসমূহ সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফি সংগ্রহ করবে।

৫.৫.২ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ ভর্তি প্রক্রিয়ার পূর্বেই বেসরকারি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি ফিসহ মাসিক বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ এর লিস্ট স্ব স্ব কলেজের নোটিশ বোর্ডে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে;

৫.৭ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে বোর্ড অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে;

৫.৮ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ফি প্রদান করে কলেজ, বিভাগ ও বিষয় পরিবর্তন করতে পারবে। তবে অন্যান্য বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে বিভাগ পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। বিজ্ঞান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী অন্য বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর পরবর্তীতে বিজ্ঞান বিভাগে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই;

৫.৯ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করতে পারবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না। অনুরূপ অভিযোগ পাওয়া গেলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.১০ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি'র বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাতওয়ারী গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে শিক্ষার্থী প্রতি বোর্ড উন্নয়ন ফি ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকাসহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বোর্ডে ফি এর টাকা প্রেরণের ক্ষেত্রে অত্র শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে সোনালী সেবা'র ফরম সংগ্রহপূর্বক সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখার মাধ্যমে "সোনালী সেবা" পদ্ধতিতে জমাকরত: রশিদের কপি কলেজ শাখায় জমা দিতে হবে।

৬.০ ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু :

উপনীতি-৩.৯ ও উপনীতি-৪.২ মোতাবেক প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭.০ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন :

৭.১ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র / ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। ছাড়পত্রের (টিসি) মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

৮.০ অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ:

৮.১ স্থাপনের অনুমতি আছে কিন্তু পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি নেই এরূপ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করাতে পারবে না।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত ক্যাম্পাস/শাখায় এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯.০ নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ :

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

৯.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপনীতি- ৪.২ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি আদায়যোগ্য :

ক) "একাদশ শ্রেণি ভর্তি নীতিমালা"এ উপনীতি ৪.১ অনুযায়ী অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি ২২০/-(দুইশত বিশ) টাকা।

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর নিকট থেকে রেড ক্রিসেন্ট ফি বাবদ (৪০/- টাকার ৬০%) ২৪/- টাকা গ্রহণ করবে;

গ) প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরি ফি বাবদ ৪০০/- (চারশত) টাকা বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

ঘ) এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি গ্রহণ করতে হবে।

সিলেট মেট্রোপলিটন		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৩০০০/-	৩০০০/-	২০০০/-	২০০০/-	১৫০০/-	১৫০০/-

ঙ) নন এমপিও/আংশিক এমপিওভূক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি নিম্নোক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

সিলেট মেট্রোপলিটন		জেলা		উপজেলা/মফস্বল	
বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন	বাংলা ভার্সন	ইংরেজি ভার্সন
৫০০০/-	৬০০০/-	৩০০০/-	৪০০০/-	২৫০০/-	৩০০০/-

চ) শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীর নিকট হতে ভর্তির প্রাথমিক নিশ্চায়ন করার সময় শিক্ষার্থী প্রতি নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করবে।

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১	রেজিস্ট্রেশন ফি	১৪২.০০
২	ক্রীড়া ফি	৫০.০০
৩	রোভার/রেঞ্জার ফি	১৫.০০
৪	রেড ক্রিসেন্ট ফি (৪০ টাকার ৪০%=১৬ টাকা)	১৬.০০
৫	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
৬	বি.এন.সি.সি ফি	৫.০০
৭	শিক্ষক কল্যাণ তহবিল ও অবসর সুবিধা ভাতা ফি	১০০.০০
	সর্বমোট=	৩৩৫.০০

ছ) "একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৫" এর নীতি ৬.০ অনুযায়ী ভর্তির আবেদন, ফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরু সংক্রান্ত সিডিউল:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
১.	ভর্তির জন্য অনলাইন-এ আবেদন গ্রহণ (যারা পুন:নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করবে, আবেদনের যোগ্য হলে তাদেরও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে) ** অনলাইনে আবেদনগুলো শিক্ষার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী অটো মাইগ্রেশন প্রযোজ্য।	৩০-০৭-২০২৫ (বুধবার) থেকে ১১-০৮-২০২৫ (সোমবার)
২.	আবেদন যাচাই, বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি	১২/০৮/২০২৫ (মঙ্গলবার)
৩.	শুধুমাত্র পুনঃ নিরীক্ষণে ফলাফল পরিবর্তিত শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ	১৩/০৮/২০২৫ (বুধবার) থেকে ১৪/০৮/২০২৫ (বৃহস্পতিবার)
৪.	পছন্দক্রম পরিবর্তনের সময়	১৫/০৮/২০২৫ (শুক্রবার)
৫.	১ম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ	২০/০৮/২০২৫ (বুধবার রাত ৮.০০টায়)
৬.	শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ১ম পর্যায়ের নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	ফল প্রকাশের পর থেকে ২২/০৮/২০২৫ (শুক্রবার রাত ৮.০০টা পর্যন্ত)

৭.	২য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	২৩/০৮/২০২৫ (শনিবার) থেকে ২৫/০৮/২০২৫ (সোমবার রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত)
৮.	পছন্দক্রম অনুযায়ী ১ম মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	২৮/০৮/২০২৫ (বৃহস্পতিবার রাত ০৮:০০টায়)
৯.	২য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	২৮/০৮/২০২৫ (বৃহস্পতিবার রাত ০৮:০০টায়)
১০.	২য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ২য় পর্যায়ের নির্বাচন ও আবেদন বাতিল হবে এবং তাকে পুনরায় ফিসহ আবেদন করতে হবে)	২৯/০৮/২০২৫ (শুক্রবার) থেকে ৩০/০৮/২০২৫ (শনিবার রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত)
১১.	৩য় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ	৩১/০৮/২০২৫ (রবিবার) থেকে ০১/০৯/২০২৫ (সোমবার)
১২.	পছন্দক্রম অনুযায়ী ২য় মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	০৩/০৯/২০২৫ (বুধবার রাত ০৮:০০টায়)
১৩.	৩য় পর্যায়ের আবেদনের ফল প্রকাশ	০৩/০৯/২০২৫ (বুধবার রাত ০৮:০০টায়)
১৪.	৩য় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর নির্বাচন নিশ্চায়ন (শিক্ষার্থী নিশ্চায়ন না করলে ৩য় পর্যায়ের নির্বাচন এবং আবেদন বাতিল হবে)	০৪/০৯/২০২৫ (বৃহস্পতিবার রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত)
১৫.	সর্বশেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ	০৫/০৯/২০২৫ শুক্রবার
১৬.	ভর্তি	০৭/০৯/২০২৫ (রবিবার) থেকে ১৪/০৯/২০২৫ (রবিবার)
১৭.	ক্লাস শুরু	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সোমবার)

***** উল্লেখ্য, অনলাইন ব্যতীত ম্যানুয়ালী কোন ভর্তি কার্যক্রম করা হবে না।**

২৮/০৭/২০২৫

(প্রফেসর মো: আনোয়ার হোসেন চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।

স্মারক নং ঃ ৩৭.১৪.৯১০০.৩০০.৫১.০০২.২০-১৩২০

তারিখ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ / ২৮ জুলাই ২০২৫

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
৪. জেলা প্রশাসক, সিলেট/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ।
৫. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর/ময়মনসিংহ।
৬. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
৭. বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর আওতাধীন অনুমোদিত সকল কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকগণ।
৯. সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি অত্র শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১০. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১১. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১২. সংরক্ষণ নথি।

২৮/০৭/২০২৫

(প্রফেসর ড. সৈয়দ মোয়াজ্জম হুসেন)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।

২৮/০৭/২০২৫